যুগান্তর

তারিখ 25 MAR 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

# অনিশ্চয়তায় এইচএসসির ১২ লাখ পরীক্ষার্থী

মুসতাক আহমদ

## ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী পরীক্ষা হবে : শিক্ষামন্ত্রী

কোনোরকমে এসএসসি শেষ করা গেলেও এবার এইচএসসি পরীক্ষা নিয়ে শুরু হয়েছে টেনশন। এ টেনশন পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের। শিক্ষামন্ত্রীসহ শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরাও আছেন টেনশনে। তবে সবচেয়ে বেশি উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছে পরীক্ষার্থীরা। পরিস্থিতি এমন যে, অনেকেই পড়ার টেবিলে মন বসাতে পারছে না। অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে পরীক্ষা দিতে হবে— একথা ভেবে তাদের মনে ভর করেছে অজানা আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তা।

বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট বিগত প্রায় ৩ মাস ধরে অবরোধ-হরতাল কর্মসূচি পালন করছে। এর মধ্যেই নিতে হয়েছে এসএসসি পরীক্ষা। এ রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে এসএসসির একটি পরীক্ষাও ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী নেয়া যায়নি। হরতালের কারণে ছুটির দিন শুক্র ও শনিবার নেয়া হচ্ছে এ পরীক্ষা। এখন পর্যন্ত ১৬ দিনে মোট ৩৬৮টি পরীক্ষা পেছাতে বাধ্য হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অপরদিকে ১১ মার্চ এ পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা থাকলেও এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ শেষ হবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।

এ পরিস্থিতিতে ১ এপ্রিল শুরু হচ্ছে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। এতে প্রায় ১২ লাখ ছাত্রছাত্রীর অংশ নেয়ার কথা রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ মঙ্গলবার বিকালে মোবাইল ফোনে যুগান্তরকে জানান, 'পরীক্ষার সার্বিক প্রস্তুতি আমরা সম্পন্ন করেছি। ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ীই পরীক্ষা নেয়া হবে। কেননা, এ পরীক্ষার সঙ্গে যথাসময়ে ফলপ্রকাশ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও পরবর্তী উচ্চশিক্ষা রয়েছে।'

কিন্তু এ ঘোষণায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে নতুন করে উদ্বেগ-আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। কেননা, ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী যদি পরীক্ষা অনিশ্চয়তায় : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

## অনিশ্চয়তায় : ১২ লাখ পরীক্ষার্থী

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নেয়া হয় আর ২০ দলীয় জোট অবরোধ-হরতাল প্রত্যাহার না করে, তাহলে রাজনৈতিক সহিংসতার শিকার যে কেউ হবেন না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া স্বাভাবিক সময়সূচি অনুযায়ী না পারলে পরীক্ষাও ভালো হবে না। এতে করে গোটা জীবনই হুমকির মুখে পড়বে বলে আশংকা তৈরি হয়েছে।

এদিকে অনিশ্চয়তা আর হতাশার এখানেই শেষ নয়। রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পরীক্ষার্থীরা জানিয়েছে, পরীক্ষার এক সপ্তাহ বাকি থাকলেও তারা স্বস্তিতে নেই। শুধু যে পরীক্ষা নিয়ে টেনশন তা নয়, চলমান হরতাল-অবরোধে তাদের প্রস্তুতিতেও বাধার সৃষ্টি হয়। অনেক শিক্ষার্থীই মডেল টেস্টসহ শেষ সময়ের প্রস্তুতি নিতে শিক্ষকদের কাছে যেতে পারেনি।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের পরীক্ষার্থী প্রমি জানায়, 'প্রস্তুতিতে সমস্যা যাই থাকুক, পরীক্ষার ধারাবাহিকতায়ও যদি বিঘ্ন ঘটে গোটা পরীক্ষাই খারাপ হয়ে যাবে। কেননা, কোন বিষয়টির প্রস্তুতি নেব সেটাই বড় সমস্যা। রুটিন অনুযায়ী প্রস্তুতি নিলে তো হবে না। এখন যদি একটি বিষয় পড়ি দেখা গেল হরতালে ওই বিষয়ের পরীক্ষা পিছিয়ে গেল। তাহলে তখন পড়ার কোনো মূল্য থাকে না। এভাবেই একটা হযবরল লেগে যায়।'

রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল ও কলেজের এক পরীক্ষার্থীর বাবা পারভেজ আলম চৌধুরী সোমবার দুপুরে বলেন, 'ভাই এই দেখেন নিজে গিয়ে প্রবেশপত্র নিয়ে এসেছি। ছেলেকে পড়ার টেবিলে রেখেছি। কিন্তু বাচ্চাকে পড়ার প্রতি এই যে নিবিষ্ট রেখেছি, তাতে লাভ কি হবে, যদি শিডিউল মতো পরীক্ষা না হয়?' তিনি বলেন, 'আসলে বলার তো কিছু নেই। এসএসসির বাচ্চারা যদি ছাড় না পায় এইচএসসিও যে ছাড় পাবে না সেটা আমরা নিশ্চিত। অথচ দেখেন এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ওপরই নির্ভর করবে উচ্চশিক্ষায় সে কোনদিকে যাবে। কিন্তু কে শুনবে কার কথা। না খেয়ে, কম খেয়ে বাচ্চাকে পড়াচ্ছি। এভাবে যদি হরতাল-অবরোধের মধ্যে পরীক্ষা হয় তাহলে বাচ্চাদের ফলাফলেও এর প্রভাব পড়বে। তাহলে আমাদের সারা জীবনের পরিশ্রমের কি মূল্য রইল।' এদিকে একাধিক অভিভাবক বলেছেন, ২০১৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রক্রিয়ায় নয়া পদ্ধতি যুক্ত হবে। ইতিমধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনেক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঘোষণা দিয়ে জানিয়েছে, ২০১৫ সালের স্নাতক (সম্মান ও পাস) শ্রেণীতে ভর্তি হবে 'জিপিএ'র ভিত্তিতে। আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় একবারই ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ দেবে। এ অবস্থায় এসএসসি ও এইচএসসির প্রাপ্ত নম্বর বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিতে কাজে লাগবে, জিপিএ হয়ে ওঠবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির মাপকাঠি। তাই পরীক্ষা নিয়ে অভিভাবকরাও দিশেহারা। বোরহানুদ্দীন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আবদুর রহমান বলেন, 'পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রচণ্ড দুশ্চিন্তায় আছে। তাই রুটিন অনুযায়ী পরীক্ষা হোক, সে প্রত্যাশা আমাদের। সেটা না হলে মানসিকভাবে ওদের বাধার সৃষ্টি হবে। আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে, এটা না হলে ওদের পরীক্ষা খারাপ হবে। আর এইচএসসি পরীক্ষা একজন শিক্ষার্থীর জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষাসূচি যদি এলোমেলো হয়ে যায় তাহলে সার্বিক ফলাফলে এর কিছু না কিছু প্রভাব পড়বেই।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ১ এপ্রিল থেকে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয়ে তা শেষ হবে ১১ জুন। এরপর ব্যবহারিক পরীক্ষা চলবে ১৩ থেকে ২২ জুন পর্যন্ত। যদিও ঘোষণা এসেছে যে, পরীক্ষা নেয়া হবে ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী। কিন্তু একটি সূত্র জানিয়েছে, এসএসসির মতোই হরতাল থাকলে এইচএসসি পরীক্ষা নেয়া হবে না। যদি তাই হয়, এসএসসিতে যেখানে ১৫ দিনের পরীক্ষা নিতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে সেখানে এইচএসসিতে রয়েছে ৩০ দিনের পরীক্ষা। হরতাল-অবরোধ থাকলে যদি শুক্র-শনিবারে পরীক্ষা নিতে হয় তাহলে ৩০ দিনের সাপ্তাহিক ছুটির প্রয়োজন হবে। সেক্ষেত্রে জুলাই মাসের মধ্যেও পরীক্ষা শেষ করা কষ্টকর হয়ে পড়বে। কারণ এ সময়ের মধ্যে রোজা ও ঈদ রয়েছে। আবার এ পরীক্ষার মাঝে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনও ঘোষণা করা হয়েছে। সবমিলিয়ে শিডিউল যে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে, তাতে সংশয় নেই। যদিও ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আন্তঃশিক্ষা সমন্বয় বোর্ডের সাব কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক আবু বক্কর যুগান্তরকে জানান, পরীক্ষার সার্বিক প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। উত্তরপত্র, প্রশ্ন, প্রবেশপত্রসহ সবকিছু বিতরণ শেষ হয়েছে। ২৯ মার্চ শিক্ষামন্ত্রী আইনশৃংখলা কমিটির বৈঠক করবেন। পরের দিন রয়েছে সংবাদ সম্মেলন। তাই আমরা মনে করছি সময়মতো ও সূচি অনুযায়ীই আমরা পরীক্ষা শুরু ও শেষ করার জন্য প্রস্তুত।